দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 04 APR 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

02

ছাত্রদের দলীয় রাজনীতির প্রতি আনুগত্য শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশে অন্তরায় ॥ রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ছাত্রদের দলীয় রাজনীতির প্রতি আনুগত্য শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য ক্ষতিকর আখ্যায়িত করে বলেছেন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই অশুভ রাজনীতি চর্চার কারণে সৃষ্ট অশান্ত ও বিশৃঙ্খল অবস্থাই শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার কাজে সহায়তার জন্য তিনি দেশের সকল রাজনীতিক ও সচেতন নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি বৃহস্পতিবার জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি থানাধীন পিংনা হাই স্কুলের শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে এ অভিমত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, ভূমি প্রতিমন্ত্রী আলহাজ রাশেদ মোশারফ, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ নুরুল ইসলাম, মির্জা আজম এমপি ও জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ। খবর বাসস'র।

রাষ্ট্রপতি বলেন, এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে যে, রাজনীতিতে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়ে কেউ কেউ লেখাপড়া না করে ছাত্রাবস্থায়ই মন্ত্রী অথবা এমপি হয়েছে। তিনি প্রশ্ন রাখেন, এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে ছাত্ররা সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়ায় উদ্বুদ্ধ হবে কেন? শিক্ষাঙ্গনে উচ্ছৃঙ্খল ও অস্থিরতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররা অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করে এবং একে অন্যকে হত্যা করে। তারা কোন না কোন রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠনের কর্মী হিসাবে কাজ করে। ফলে শিক্ষার পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে ওঠে। আর পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য কেবল ছাত্ররা নয়, শিক্ষকদেরকেও দায়ী করা যায়। শিক্ষকগণ যদি যথাযথভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন, ছাত্রদের ঠিকমতো পড়ান, নিয়মিত হোমটাস্ক দেন, মাঝেমধ্যে টিউটোরিয়াল পরীক্ষা নেন এবং টিউশনি করা থেকে বিরত থাকেন— তাহলে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা থাকবে না।

পরীক্ষায় পাসের জন্য নকল করার কুফল সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বলেন, পরীক্ষায় অসদুপায় এত দূর গিয়ে পৌঁছেছে যে, মাঝে-মধ্যে ছাত্ররাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠছে।

নিজের স্কুল জীবনের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, তখন টিউশনি করতে তেমন একটা দেখা যেত না এবং কেবল কম মেধাসম্পন্ন কিছু ছাত্রই মাঝেমধ্যে গৃহশিক্ষকের সাহায্য নিত।

রাষ্ট্রপতি মরহুম প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, ডাঃ হক এবং ডঃ নুরুল হকের সাথে তাঁর সাহচর্যের স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন, তাঁরা এই স্কুলেরই কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, এই স্কুলের ছাত্রদের এ সকল মনিষীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের জীবনকে উজ্জ্বলতর করার সঙ্কল্প নিতে হবে। রাষ্ট্রপতি তারাকান্দিতে অবস্থিত যমুনা সার কারখানাও পরিদর্শন করেন এবং এর বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন। তিনি বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে কথা বলেন এবং উৎপাদন পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন।

রাষ্ট্রপতি পার্শ্ববর্তী পোগলদিঘা কলেজের বিজ্ঞান ভবনেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং সেখানে একটি গাছের চারা রোপণ করেন।